সহপিডিয়া-ইউনেস্কো ফেলোশিপ ২০২০

Annexure V

শর্তাবলী

২০২০ সালের জন্য নির্বাচিত সহপিডিয়া-ইউনেস্কো ফেলোদের নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলতে হবে:

১. প্রত্যেক ফেলোকে ১ অক্টোবর, ২০২০ থেকে ৩০ মার্চ, ২০২১, অর্থাৎ এই ২৮ সপ্তাহের সময়সীমার মধ্যে পুরো ফেলোশিপ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

২. সহপিডিয়ার মডিউলে সাধারণত থাকে একটি সার্বিক আলোচনামূলক প্রবন্ধ (গ্রন্থপঞ্জি-সহ) বা একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র (সাবটাইটেল এবং সারসংক্ষেপ-সহ), এছাড়াও, সঙ্গে থাকে একটি সহায়ক বা নির্দিষ্ট বিষয়-নির্ভর নিবন্ধ (গ্রন্থপঞ্জি-সহ), জনৈক বিশেষজ্ঞ বা চর্চাকারীর একটি সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি বা ভিডিও, নানা অডিও ক্লিপিংস, আলোকচিত্রপঞ্জি এবং আলোকচিত্র-সম্বলিত রচনা। নির্বাচিত আবেদনকারী তাঁর আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রেরণীয় বিষয়বস্তুগুলির সবকটিই জমা করতে বাধ্য। জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহাপিডিয়া নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ীই তাঁকে চলতে হবে। লেখা এবং তথ্য পরিস্ফুটনের জন্য সহপিডিয়ার বিশেষ নিয়মাবলী রয়েছে, যা কিনা সংযোজন ৪-এ উল্লিখিত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নমুনাগুলি দেখলেই বোঝা যাবে।

৩. ফেলোশিপ-প্রদত্ত অর্থমূল্যের পরিমাণ ৪৪,৪৪৫ টাকা (শুধুমাত্র চুয়াল্লিশ হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ), যার মধ্যে সাম্মানিক এবং সম্পূর্ণ কাজের রাহাখরচ সমস্তই ধরা আছে। এই পরিমাণ থেকে ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য আয়কর কেটে নেওয়া যাবে, যার ফলে গবেষক ফেলোশিপ হিসেবে পাবেন ৪০,০০০ টাকা। যাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কাজ করবেন, ইংরাজিতে অনুবাদকর্মের জন্য অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা অবধি তাঁরা পেতে পারেন, যা সহপিডিয়া-কর্তৃক অনুমোদিত। সেক্ষেত্রে লিখিত প্রবন্ধগুলির খুব ভালো মানের অনুবাদ সহপিডিয়াকে দেখাতে হবে। সেইসঙ্গে, অনুবাদ কাজ-বাবদ উপযুক্ত রসিদ নিয়ে এই অর্থ দাবী করলে, প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে তা দেওয়া যেতে পারে। এই অর্থ ব্যতীত আর অন্য কোনও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে না।

৪. সহপিডিয়ার পক্ষ থেকে নির্বাচিত আবেদনকারীকে পূর্বে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ তিনটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে, চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর ২০%, প্রথম দুটি প্রেরণীয় বিষয়বস্তু জমা দেওয়া এবং আপলোডের পর ৪০% এবং সহপিডিয়ার শর্ত অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাকি ৪০%। যাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কাজ করবেন, তাঁরা অনুবাদের জন্য ১০,০০০ টাকা অবধি পারিশ্রমিক পেতে পারেন, তবে অনুবাদটির সহপিডিয়া-কর্তৃক সঠিক মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের পরই তাঁরা সেই পারিশ্রমিক পাবেন।

৫. নির্বাচিত আবেদনকারীর প্যান কার্ডের কপি, চেক/ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যাদি এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার পরেই প্রথম কিস্তি (মোট পরিমাণের ২০%) প্রদান করা হবে।

৬. সহপিডিয়ার শর্ত অনুযায়ী, কাজ সম্পূর্ণ হলে পরবর্তী কিস্তিগুলি প্রদান করা হবে। বিষয়বস্তু জমা দেওয়ার পর সাধারণত চার থেকে ছয় সপ্তাহ ধরে চলে প্রেরিত গবেষণাকর্মের মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনা। তারপর পরবর্তী কিস্তি প্রদান করা হয়।

৭. নির্বাচিত গবেষণাপ্রার্থীকে ইমেল মারফত প্রতি মাসের শেষে কাজের প্রগতি জানিয়ে একটি মাসিক প্রগতি পত্র পাঠাতে হবে। প্রথম মাসের মধ্যেই একটি প্রাথমিক আয়বায়ক বা বাজেট পাঠানো আবশ্যিক।

৮. এই কাজের জন্য নির্মিত এবং সংকলিত সমস্ত বিষয়বস্তুই সহপিডিয়ার অনলাইন পোর্টালে আপলোড করা হবে। গবেষণা, জ্ঞান এবং শৈল্পিক সৃজনশীলতার পরিসর বৃদ্ধি করার কাজে ইন্টারনেটের গুরুত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সহপিডিয়া পুরোপুরি 'ক্রিয়েটিভ কমন্স'-প্রবর্তিত পন্থা অনুসরণ করে। একইসঙ্গে শিল্পীর প্রাপ্য কৃতিত্বও তাঁকেই দেওয়া হয়। প্রতিটি কাজ সহপিডিয়ার (CC-BY-SA 4.0) মেধা সম্পত্তি অধিকার নীতির আওতায় লাইসেন্সভুক্ত হবে এবং সেখানেও গবেষক-প্রদত্ত কাজের কৃতিত্ব পুরোপুরি গবেষককেই দেওয়া হবে।

৯. কোনও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক এবং পূর্ব অনুমতি ছাড়াই এই ফেলোশিপের সহায়তায় সম্পন্ন হওয়া কোনও কাজের অংশ বা সম্পূর্ণ কাজটিই ব্যবহার এবং/অথবা পুনর্নির্মাণ করে তা অন্য কোনও মাধ্যমে প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে সহপিডিয়া এবং ইউনেস্কোর। সেইসব ক্ষেত্রে শিল্পীকেই তাঁর কাজের জন্য প্রাপ্য কৃতিত্ব দেওয়া হবে।

১০. কোনও বিষয়বস্তু যদি অসন্তোষজনক বা বিতর্কিত বলে মনে হয়, বা অন্য কোনও সঙ্গত কারণ থাকে, তাহলে সেটিকে বর্জন করার পূর্ণ অধিকার সহপিডিয়ার আছে।

১১. নির্বাচিত আবেদনকারীর ফেলোশিপের কাজ যদি অজ্ঞাতসারে বা বিনা অনুমতিতে অন্য কোনও মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তার জন্য সহপিডিয়া বা ইউনেস্কো দায়ী থাকবে না।

১২. কাজের সম্পর্কে কোনও তৃতীয় পক্ষ যদি নৈতিকতা লঙ্ঘনের দাবী তোলেন, তার জন্য ১৯৫৭ সালের ভারতীয় কপিরাইট আইনের অধীনস্থ ৫১, ৬৩ এবং ৬৫ ধারা অনুযায়ী সহপিডিয়া এবং ইউনেস্কো দায়ী থাকবে না। গবেষক সহপিডিয়াকে যে কাজটি জমা দেবেন, তা যেন হয় মৌলিক, স্বতন্ত্র এবং কোনোভাবেই অন্য কোনও মাধ্যম থেকে পুনরুৎপাদিত নয়। সমস্ত পেশ করা কাজ 'অ্যান্টি প্লেজিয়ারিজম সফটওয়্যার' দ্বারা কঠোরভাবে যাচাই করা হবে।

১৩. নির্বাচিত আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যেন সহপিডিয়া বা ইউনেস্কোর কোনও নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটে। যদি এমন দাবী ওঠে যে, ফেলোশিপের সহায়তায় সম্পন্ন হওয়া কোনও কাজ বা কাজের অংশ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও তৃতীয় পক্ষের মেধা সম্পত্তি অধিকার নীতিকে লঙ্ঘন করছে, এবং সেই কারণে সহপিডিয়া বা ইউনেস্কোর অফিসার, কর্মচারী, এজেন্ট এবং নিযুক্ত ব্যক্তিদের (যাঁরা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন) বিরুদ্ধে যদি সেই দাবীপূরণ এবং ক্ষতিপূরণের জন্য আইনি অভিযোগ আনা হয়, তাহলে তাঁদেরকে এই অভিযোগের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদনকারীকেই দায়িত্ব নিতে হবে। বিচার-প্রক্রিয়া চলাকালীন ওকালতির খরচ এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের ব্যয়, সমস্তই আবেদনকারীকে বহন করতে হবে।

১৪. আবেদনকারী যদি

ক. সহপিডিয়ার প্রতিবিধান অনুযায়ী বিষয়বস্তু প্রেরণ করতে ব্যর্থ হন,

খ. নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিষয়বস্তু প্রেরণ করতে ব্যর্থ হন,

গ. প্রতি মাসের শেষে মাসিক প্রগতি পত্র প্রেরণ করতে ব্যর্থ হন,

সহপিডিয়া সেক্ষেত্রে তাঁর ফেলোশিপ বাতিল করে দিতে পারে। এমন পরিস্থিতি উদ্ভুত হলে সহপিডিয়া পূর্বে প্রদত্ত অর্থ আদায় করতে পারে, পরবর্তী ফেলোশিপ এবং শংসাপত্র আটকে দিতে পারে। ফেলোশিপ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি সাহাপিডিয়া লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাবে। উপরি-উল্লিখিত যেকোনো একটি কারণবশত ফেলোশিপ বন্ধ হয়ে গেলে পূর্বে নির্বাচিত আবেদনকারী আর সহপিডিয়া-ইউনেস্কো ফেলো রূপে বিবেচিত হবেন না।